সাফল্য

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানব পাচার রোধ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারী ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রায় ১,৭৭৯ কোটি ০১ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক

কোস্ট গার্ড এর ০৯টি জাহাজ ও ০১টি বেইস উদ্বোধন

অপারেশানাল কর্মকান্ডে সাফল্য

চোরাচালান প্রতিরোধ

শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১১৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (চট্টগ্রাম) কর্তৃক আটককৃত ওয়্যার রোপ ও ডাকাত

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (মোংলা) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ী ও কাপড়

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫১টি অবৈধ অস্ত্র, ৬৯ রাউন্ডস তাজা গোলা, ০৭ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৫৫টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে। এছাড়াও ২৮৪ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

<u>বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র</u>

মৎস্য সম্পদ রক্ষা

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১,৫৪৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ২,১১,০৮১ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৩৪,১৮,৪৪,৭১৭ মিটার কারেন্ট জাল, ৩,৮১,৯৫,৩৭৩ মিটার অন্যান্য জাল, ১৫,৫৯৭ টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ৪,৪৬,৩৩,৭১৫ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (সদর দপ্তর সাপোর্ট ইউনিট) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (সাঙ্গু) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ সামুদ্রিক মাছ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১০২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ৩৩,৬৮,০৩২ পিস ইয়াবা, ১,৬০৩ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক, ১২২ লিটার দেশীয় মদ ও ৪২.২৬৬ কেজি গাঁজা রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পুর্ব জোন (টেকনাফ) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা ও পাচারকারী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পুর্ব জোন (টেকনাফ) কর্তৃক আটককৃত বিদেশী মদ ও পাচারকারী

বনজ সম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার প্রায় ৪,০১৬.৭৩ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আটক ও ১০ টি তক্ষক উদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (নলিয়ান) কর্তৃক উদ্ধারকৃত তক্ষক

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক আটককৃত হরিণের মাংস, মাথা, পা ও চামড়া

করোনাকালীন সময়ে গৃহীত কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সনাক্ত ও মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশান্স রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ, মজু চৌধুরীর হাট, ইলিশা ঘাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, নলিয়ান, খাসিটানা, চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুরে গত ০৪ জুলাই হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত চোক পয়েন্ট স্থাপনকরতঃ নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

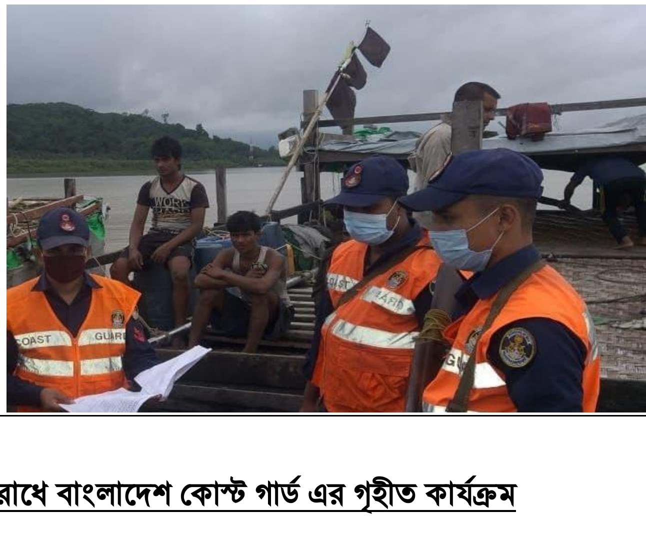

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর গৃহীত কার্যক্রম

দুর্যোগকালীন সময়ে গৃহীত কার্যক্রম

গত ২০ মে ২০২১ মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে গত ২২ মে ২০২০ "ঘূর্ণিঝড় ইয়াস" এ পরিণত হয়। এ উপলক্ষ্যে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনসমূহে ঘূর্ণিঝড় মনিটরিং সেল গঠনকরতঃ উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব স্টেশান/আউটডপোস্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সময় সাধনের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। গত ২৬ মে ২০২১ তারিখে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস সরাসরি ভারতীয় উপকূলে এবং আংশিকভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে। দুর্যোগকালীন সময়ে উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ড এর স্টেশান/আউটপোস্ট/ সিসিএমসিতে সর্বমোট ৭৪৩ জন আশ্রয় প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনেক গবাদী পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূলীয় এলাকায় SAR Operation পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কোস্ট গার্ড কর্তৃক ঘূর্নিঝড় ইয়াস কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

"ঘূর্ণিঝড় ইয়াস" এ পূর্ববর্তী পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সহায়তা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' প্রকল্প

"এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) এর সাথে গত ১৭ জুলাই ২০১৬ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩টি আইপিভি নির্মাণকাজ গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এ সম্পন্ন হওয়ায় গত ২০ জুন ২০১৯ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জাহাজসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১টি ফ্লোটিং ক্রেন নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ(খুশিলি) এর সাথে গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণাধীন ১টি ফ্লোটিং ক্রেন এর সকল মেশিনারী স্থাপন সম্পন্ন শেষে গত ১৪ জুন ২০২০ এ জাহাজটি লঞ্চ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী খুশিলি কর্তৃক ফ্লোটিং ক্রেনটি নির্মাণ শেষে আনুমানিক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর করা হবে আশা করা যায়। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) এর সাথে গত ০৪ জুন ২০১৭ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বোটের সকল মালামাল স্থাপন শেষে বোটসমূহ গত ৩০ মে ২০২১ লঞ্চ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী খুশিলি কর্তৃক ০৬টি হাইস্পিড বোট আনুমানিক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর করা হবে আশা করা যায়।

নির্মিত আইপিভিসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং

নির্মানাধীন ফ্লোটিং ক্রেন

নির্মানাধীন ০৬টি হাই স্পিড বোট (বড়)

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' প্রকল্প।

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর সাথে গত ০৬ জুন ২০১৭ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আনুমানিক **৩১ অক্টোবর ২০২১** তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০২টি টাগ বোট নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ এর সাথে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আনুমানিক **৩১ অক্টোবর ২০২১** তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) নির্মাণের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর সাথে গত ২৬ ডিসেম্বর

২০১৭ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আনুমানিক **২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১** তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) বোট নির্মাণের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ এর সাথে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আনুমানিক **৩১ ডিসেম্বর ২০২১** তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

<u>ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মাণাধীন আইপিভ</u>

<u>খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন টাগ বোট</u>

ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (বড়)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ডাইভিং)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ফেরি)

'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩ টি স্টেশানে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর জন্য চলতি ২০২১-২০২১ অর্থ বছরে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩ টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর স্টেশনে ৩ টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি নাবিক নিবাস এবং ৩টি সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ভৌত অবকাঠামো ১০০%অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

নাবিক নিবাস ভবন

প্রশাসনিক ভবন

বাউন্ডারী ওয়াল

সাব-স্টেশান

''বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা'' শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, বোট ও পন্টুনসহ অন্যান্য জলযানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণসহ স্লিপওয়ে, পন্টুন ও জেটি নির্মাণ, নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও বিশেষায়িত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি, বুয়েট এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের সিএসডি প্রশাসনিক ভবন (১১ তলা) ও অফিসার্স মেস (১০ তলা) ভবনদ্বয়ের যথাক্রমে ১১ তলা ও ১০ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। এতদব্যাতীত প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন জেসিও'স ব্যারাক (৬ তলা) ও নাবিক ব্যারাক (৬ তলা) এর সার্ভিস পাইল ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছ এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, গার্ড রুম কাম রিসিপশন রুম, আরসিসি রোড নির্মাণ মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ, ৫০০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি, বুয়েট কর্তৃক প্রকল্পের বিশেষায়িত অঙ্গসমূহের ড্রয়িং-ডিজাইন এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহের কারিগরি বিনির্দেশ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা

নির্মাণাধীন সিএসডি প্রশাসনিক ভবন (১১ তলা)

বাংলাদেশ নির্মাণাধীন অফিসার্স মেস ভবন (১০ তলা)

নির্মাণাধীন জেসিও'স ব্যারাক ও নাবিক ব্যারাক (৬তলা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য 'THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF RESCUE CAPACITIES IN THE COASTAL AND INLAND WATERS' শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য 'THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF RESCUE CAPACITIES IN THE COASTAL AND INLAND WATERS' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাপান সরকারের JICA অনুদান হিসেবে ২৪টি রেসকিউ বোট (০৪টি ২০ মিটার এবং ২০টি ১০ মিটার) পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

১০ মিটার রেসকিউ বোট। ১ম ধাপে ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করত গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করেছে। অবশিষ্ট ১০টি বোট এর মধ্যে ০৮টি রেসকিউ বোট গত ১৭ মে ২০২১ এবং ০২টি রেসকিউ বোট ২১ জুন ২০২১ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছায়। এর পর বোট সমূহের যাবতীয় টেস্ট ট্রায়াল সম্পন্ন করতঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩০ জুন ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

১ম ধাপে ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর

২য় ধাপে ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর

১০ মিটার রেসকিউ বোটের সী-ট্রায়াল

২০ মিটার রেসকিউ বোট। ০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তরের চুক্তি থাকলেও বিরাজমান কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতির কারনে নতুন সিডিউল অনুযায়ী নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সরবরাহ করবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জানানো হয়।

২০ মিটার রেসকিউ বোটের চলমান কার্যক্রম

<u>**২০ মিটার রেসকিউ বোট**</u>

বাংলাদশে কোস্ট গার্ড এর উল্লখেযোগ্য সাফল্য

ক। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ০১ টি বেইস, ০২ টি ওপিভি, ০৫ টি আইপিভি ও ০২ এফপিবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অত্র বাহিনীতে কমিশনিং করা হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এ ঢাকা জোনের জন্য জনবলের অনুমোদন এবং সুন্দরবন জোন ও বিসিজি বেইস সুন্দরবন সংযোজনের অপেক্ষায় রয়েছে।

গ। নতুনভাবে অনুমোদিত ০৫ টি আইপিভি, ০২টি টাগ বোট ও ০১ টি ফ্লোটিং ক্রেন এবং জনবলসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএন্ডইতে বর্তমানে ০৭ টি বেইস, ৩১টি স্টেশন, ১৪টি আউটপোষ্ট, ৩০ টি জাহাজ, ০৮ টি হারবার প্যাট্রল বোট, ১৪৫টি হাইস্পিড বোট (বড়/ছোট) ও ১৭ টি অন্যান্য বোটের অনুকূলে ৫,০৩৮ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও পদবির জনবল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।